

হজমি

শরবত হাজমিনা

বিবরণ: হজমি পরিপাকতন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে কার্যকর। ইহা একটি প্রাকৃতিক এনজাইম সমৃদ্ধ সিরাপ। ইহা পরিপাকতন্ত্রে কিছু ন্যাচারাল এনজাইম সরবরাহ করে এবং পৌষ্টিকতন্ত্রের এনজাইম নিঃসরন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে। তাই ইহা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে ও বায়ু নিঃসরন করে। ইহা লাল গ্রন্থি ও অগ্নাশয়কে উদ্দীপ্ত করে হজমকারক এনজাইম নিঃসরনে সহায়তা করে। ইহা বদহজম জনিত পেটব্যথা, টক-ঢেকুর, অম্বাধিক্য, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেটফাঁপা দূর করে।

উপাদান: প্রতি ৫ মিলি সিরাপে তরল নির্যাস আকারে রয়েছে-

ক্রমিক নং	প্রচলিত নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
১.	গোলমরিচ	<i>Piper nigrum</i>	১৫০ মিগ্রা
২.	লেবু	<i>Citrus aurantifolia</i>	১০০ মিগ্রা
৩.	জৈন	<i>Trachyspermum ammi</i>	১০০ মিগ্রা
৪.	দারচিনি	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	৫০ মিগ্রা
৫.	আমলকি	<i>Emblica officinalis</i>	৫০ মিগ্রা
৬.	হরিতকী	<i>Terminalia chebula</i>	৩৭.৫ মিগ্রা
৭.	বহেড়া	<i>Terminalia bellerica</i>	৩৭.৫ মিগ্রা
৮.	গুঁঠ	<i>Zingiber officinale</i>	১০ মিগ্রা
৯.	সামুদ্রিক লবণ	Sea salt	৮ মিগ্রা

সূত্র: শরবত হাজমিনা, বা.জা.ই.ফ।

শরবত হাজমিনা-এ ব্যবহৃত ভেষজসমূহের ঔষধি গুণাগুণ:

১. গোল মরিচ (*Piper nigrum*): ইহা বায়ু নাশক, পাকস্থলির শক্তিবর্ধক ও সুগন্ধি উদ্দীপক হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ইহা বদহজম, পেটফাঁপা, টক ঢেকুর, বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, ডায়রিয়া এবং বহুবিধ আন্ত্রিক অসুস্থতা উপশম করে। ইহার ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক বিরোধী এবং লিভার সুরক্ষাকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইহা ঔষধের বায়ো-এভেইলেবিলিটি বৃদ্ধি করে।

২. লেবু (*Citrus aurantifolia*): ইহার রস ভিটামিন বি ও সি এর সমৃদ্ধ উৎস। বদহজম, পেটফাঁপা, বমিভাব, বমি, ডায়রিয়া ও আমাশয় জনিত পেট ব্যথা দূর করে এবং পাকস্থলির উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. জৈন দেশী (*Trachyspermum ammi*): ইহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এসেনশিয়াল অয়েল আছে- যার ৫০% থাইমল। ইহা ডায়রিয়া ও পেটফাঁপায় উপকারী। ইহার এসেনশিয়াল অয়েল সমূহ লাল গ্রন্থি কে উদ্দীপ্ত করে এবং পাকস্থলীর পাচক রস (এনজাইম) নিঃসরনে সহায়তা করে। ইহা ক্ষত নিবারক, খিঁচুনি রোধক, হজমকারক এবং বল বর্ধক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

৪. দারচিনি (*Cinnamomum zeylanicum*): দারচিনির বাকল বায়ু নিঃসারক, জ্বরনাশক, ব্যাকটেরিয়া বিরোধী, ভাইরাস বিরোধী, পরজীবি নাশক, খিঁচুনি রোধক, সুগন্ধি কারক, কষাকারক ও পচননিবারক। ইহা বমিভাব ও বমি দূর করতে সহায়ক। খুব শক্তিশালী উদ্দীপক হিসেবে ইহা পাকস্থলির ব্যথা, পাকস্থলির উত্তেজনা ও জিহ্বার অবশতা দূর করতে সহায়ক। দারচিনি গুড়া ডায়রিয়া ও আমাশয়ে উপকারী।

৫. আমলকী (*Phyllanthus emblica*): ইহা পাকস্থলির ক্ষত ও বদহজমের চিকিৎসায় কার্যকরী। ইহার জীবানু বিরোধী বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার মুক্ত মূলক (এন্টি অক্সিডেন্ট) অপসারণকারী বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে উচ্চ পর্যায়ের সুপার অক্সাইড ভাইমিটেজ থাকার কারণেই সম্ভবত ইহা শক্তিশালী এন্টি অক্সিডেন্ট। আমলকীর ফলত্বক ভিটামিন সি এর সমৃদ্ধ উৎস।

৬. বড় হরিতকীর খোসা (*Terminalia chebula*): ত্রিফলার একটি ফল, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারক, মেদ হ্রাসকারক এবং বার্ষিক্য রোধক। ইহা লিভার সুরক্ষক। ইহা এডাপটোজেন ও রূপপিত্ত সঞ্চালক। হরিতকী ফলের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া বিরোধী কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

৭. বহেড়া (*Terminalia bellerica*): ফলের এলকোহলীয় নির্যাস পিত্তরস নিঃসরনে সহায়তা করে।

৮. গুঁঠ (*Zingiber officinale*): ইহার সক্রিয় উপাদান জিনজারোল, ডিহাইড্রো-জিনজারোডিয়ন প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। ইহার এন্টি হিস্টামিন ক্রিয়া আছে। ইহা বমি, ক্ষুধামন্দা, বদ হজম, ভ্রমণজনিত ক্লান্তি ও ঠান্ডা কাশিতে কার্যকরী।

৯. সামুদ্রিক লবণ (*Sea salt*): এতে দেহের প্রয়োজনীয় খনিজ লবনসহ অন্যান্য উপাদান যেমন: লৌহ, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক এবং আয়োডিন আছে।

রোগ নির্দেশনা: পাকস্থলীর দুর্বলতা, যকৃৎের দুর্বলতা, পেট ফাঁপা, বায়ুজনিত পেটব্যথা, অগ্নিমন্দা, হজমের দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

মাত্রা ও সেবনবিধি: শিশু: ১-২ চা চামচ, দৈনিক ২-৩ বার। পূর্ববয়স্ক: ২-৪ চা চামচ, দৈনিক ২-৩ বার।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: হজমি সিরাপে তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এ যাবৎ পাওয়া যায়নি।

গর্ভকালীন সময়ে: গর্ভকালীন সময়ে হজমি সিরাপ নিরাপদ।

সরবরাহ: প্রতি পেট বোতলে রয়েছে ১০০মিলি, ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি হজমি সিরাপ।



প্রস্তুতকারক:

দি ইবনে সিনা ন্যাচারাল মেডিসিন লিঃ

(ইউনানী বিভাগ) সফিপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।